R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ ২০শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৯ই আশ্বিন, ১৪১৯ ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১২ | নগদ মূল্য : ২ টাকা বার্ষিক : ১০০ টাকা

পুর এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়লেও পুরপতির কাছে কোন খবর নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেঙ্গু ছড়ালেও পুর কর্তৃপক্ষের মধ্যে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। চেয়ারম্যানের কাছে এ ব্যাপারে নাকি কোন রিপোর্টও নেই। ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জগন্নাথ দাস অভিযোগ করেন -- তাঁর ছেলে সঞ্জয় (৩৫) ও মেয়ে রুলির (৩২) এখানে এক বেসরকারী সংস্থায় রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে। এলাকার কাউন্সিলারকে বলে কিছু হয়নি। হাসপাতালে নানা অসুবিধায় বাড়ীতেই দু'জনকে যতটা সম্ভব তৎপরতার মধ্যে রাখা হয়েছে। জগন্নাথবাবু আরো বলেন, এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত করুণ। গঙ্গার ধার ও শিবাজী সংঘ লাগোয়া কালভার্টের নিচে জমা জলে প্রতিনিয়ত মশার বংশবৃদ্ধি ঘটছে। এ প্রসঙ্গে পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম বলেন - ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকায় মশার তেল স্প্রে করার কাজ শুরু করেছি প্রতি ওয়ার্ডে। এর জন্য অন্য বছরের তুলনায় দ্বিগুণ তেলও খরিদ করা হয়েছে। পরবর্তী পর্য্যায়ে, ব্লিচিং পাউডারের সাথে চুন মিশিয়ে নর্দমা ও জলা জায়গায় ছেটানো হবে। এই প্রসঙ্গে পুরপতিকে কোন্ ওয়ার্ডে কতজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রশ্ন করলে তিনি হতাশ করেন। বলেন কোন কাউন্সিলার বা পুর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কোন রিপোর্ট এখন পর্যন্ত তিনি পাননি।

কংগ্রেস পুরবোর্ডে সর্বত্র দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : একশো বছর অতিক্রান্ত ধুলিয়ান পুরবোর্ড ১৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত। অথচ পরিকাঠামোগত কোন উন্নতি পুরসভায় আজও হয়নি। রাস্তা, পানীয় জল, নিষ্কাশন ব্যবস্থা পদে পদে বাধা পাচ্ছে সেখানে। সামান্য বৃষ্টি হলেই একমাত্র রাস্তা ধুলিয়ান পাকুড় রোড জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে থাকে সর্বক্ষণ। বিশুদ্ধ পানীয় জল তিনটির বেশী ওয়ার্ডে সরবরাহ হয় না। রাস্তার আলোর একই অবস্থা। সদর রাস্তা ছাড়া এখানে কোন রাস্তায় আলো জ্বলে না। অনেক ওয়ার্ডের রাস্তা এখনও কাঁচা। অথচ খাতা কলমে রাস্তা নির্মাণে প্রতি বছর ব্যয় হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। সম্প্রতি ড্রেন তৈরীর টেন্ডার হয় এমন কোন কোন ওয়ার্ডে যেখানে ড্রেন আছে। অথচ যেখানে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত সেখানে ড্রেন তৈরীর টেন্ডার হচ্ছে না। নকল বিল তৈরী করে টাকাটা পুরপতি ও কাউন্সিলারদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।
কোন লোক নিয়োগ করতে হলে আগে কাউন্সিলাররা ঠিক করবেন মাথা পিছু কত করে টাকা আসবে। স্থায়ী চাকরী হলে প্রার্থীদের কাছ থেকে এক রকম টাকা, অস্থায়ী হলে অন্যরকম। মিড ডে মিলের রান্নার জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে নাকি ২০ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে। যারা কাজ পাননি তাদের অনেকেই
(শেষ পাতায়)

ক্ষুদে ফুটবলারদের আকস্মিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের দফরপুর মসজিদপাড়ার মাঠে ২২ সেপ্টেম্বর বিকেলে বাচ্চাদের ফুটবল খেলা চলছিল। হঠাৎ বৃষ্টির সাথে ঘন ঘন বজ্রপাত শুরু হয়। বাজের তীব্র ছটায় কিশোর ফুটবলারদের কেউ কেউ মাঠের ধারে আমগাছের নিচে বা অন্যরা কিছু টা দূরে স্কুল ঘরের বারান্দায় আশ্রয় নেয়। ঐ অবস্থায় গাছের ওপর বাজ পড়লে চারজন কিশোর গাছের তলায় প্রাণ হারায়। বাকী অসুস্থদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে এলে কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে একজন মারা যান। বাকীদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আংশকাজনক বলে চিকিৎসক সূত্রে জানা যায়।

উমা ভারতীর গঙ্গাযাত্রা অভিযানে প্রশাসনের মুখভার

নিজস্ব সংবাদদাতা: সর্বভারতীয় বিজেপি নেত্রী অগ্নিকন্যা উমা ভারতী ২৪ সেপ্টেম্বর রঘুনাথগঞ্জে নমো নমো করে কার্যক্রম সেরে চলে গেলেন। এখানে সভা করার জন্য কোন হল না পেয়ে, কোন সংস্থার সহযোগিতা না পেয়ে সদরঘাটে নদীতীরে আরতি করেন। তিনি যাতে ভাষণ দিতে না পারেন তার জন্য মাইকের কোন অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। গেরুয়া পতাকাও পুলিশ গিয়ে খুলে নেয়। আহিরনের ঘটনায় জেলে বন্দী বিজেপির জেলা নেতা সুভাষ মন্ডলের সঙ্গে সৌজন্যমূলক দেখা করতে গেলে উমা ভারতীকে জঙ্গিপুর সাব
(শেষ পাতায়)

বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই আশ্বিন বুধবার, ১৪১৯

গণতন্ত্র বা গরিষ্ঠমত

বর্তমান ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম গণতান্ত্রিক দেশ বলা হইয়া থাকে। পূর্বের সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের শেষ পর্যায়ে এক একটি অঙ্গরাজ্য যখন স্বাধীন হইতে শুরু করিল, তখন যে সব রাজ্য গণতন্ত্রকে তাহাদের নীতি হিসাবে বাছিয়া লইল, ভারত তাহাদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক নীতির পরিবর্তন হইল। সেখানে অধিকাংশ দেশগুলিতে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সার্থক রূপায়ণ ঘটিল। তবুও ভারতের সমস্যাগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া ক্রমশঃ ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে কেন ! এই সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ বলিয়া বুদ্ধিজীবীরা মনে করিতেছেন। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে – গণতন্ত্র একটি উচ্চস্তরের সমাজ ব্যবস্থা। কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোও তাহার গুরুত্ব হারাইতে পারে যদি গণমত শতধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। আজকের গণতন্ত্রে সেই বিপদই দেখা দিয়াছে। গণমত বা মেজোরিটি মতামত আজ শতধা বিভক্ত। বর্তমানে কয়েকশত দল তাহাদের দলীয় নীতিই একমাত্র সত্য এই কথা মনে করায়, কাহারও সহিত কাহারও মিল হইতেছে না। সকলেই মনে করিতেছে তাহারাই গণতন্ত্রের বা গরিষ্ঠ মতের একমাত্র সমর্থন পাইতে পারে। বর্তমানে তাই ভারতে গণতান্ত্রিক দেহকে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পূর্তিগন্ধময় এক রোগগ্রস্ত দেহ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরের এক অংশ অপর অংশের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় দেহ অচল হইয়া চলৎশক্তি হারাইয়া পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। প্রত্যেকটি দলের সহিত অপর দলের অহি নকুল সম্পর্ক। কোন দলকেই গণতন্ত্রের আদর্শ বলা যায় না। প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন একটি অখণ্ড সর্বোপকারী গণমত। সকলের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কযুক্ত গোষ্ঠী ভাবনার প্রসার একান্ত আবশ্যক। পরিবার সুলভ ভাবনার উদ্দীপনের দ্বারা সকলের প্রয়োজন সাধনের উপযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত সর্বসম্মত মতবাদ পাওয়া যাইতে পারে। নতুবা পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণে রত গণমতের কোন গণতান্ত্রিক মূল্যই থাকে না। সর্বসম্মত মতকে আবিষ্কার ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রয়োজন কয়েকটি বিশেষ গুণের অনুশীলন। ত্যাগ, শ্রদ্ধা, পরমত সহিষ্ণুতা, সকলের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ইত্যাদি। অন্যের ভাবাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া সকল আদর্শকে সঠিক বিশ্লেষণ করিয়া সর্বগ্রাহ্য এক অখণ্ড আদর্শের গ্রহণই প্রকৃত গণতন্ত্র। সকল সময় মনে রাখিতে হইবে - "ভিন্ন মতির্হি লোকাঃ"। কিন্তু তথাপি সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনে সর্বগ্রাহ্য অখণ্ড মতের ধারণ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই সকল মতকে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া এক অখণ্ড সর্বগ্রহণীয় মতবাদ সৃষ্ট করিয়া তাহাকেই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার নীতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকেই বলে প্রকৃত গণতন্ত্র বা গরিষ্ঠ মত। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষেত্রে নান্য পন্থাঃ।

কুঠিবাড়ির আনাচে-কানাচে

আশিস রায়

'পাগলাটে মাস্টার'

তিন স্যাঙাৎনী। যেন কতকালের পাতানো-সই। গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে। চেহারায় গড়নে গায়ের রঙে এতটুকু মিল নেই। স্বভাব-ও আলাদা। কেউ শান্ত। কেউ রগচটা। এক স্যাঙাৎনী কেমন উদাস-উদাস। এক সই মানুষজন পছন্দ করেনা। কেউ কাছে এসে গায়ে-পড়া ভাব দেখালে ফোঁস করে ওঠে। এই দুই সখীর মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে - তার দিকে তাকায় না কেউ। খুব দুঃখিনী। নীলকর সাহেবদের অন্দরমহলের কোন্ গোলাপবালা মেমসাহেব আদ্যিকালের ঐ তিন স্যাঙাৎনীকে পড়শিনী করে নিয়েছিল কে জানে !

ফৌজদারি কোর্টে পাঁচিলের ধারে ঐ তিন সখীর বাস। এদের একটা এক মুচকুন্দ গাছ। গাছটাতে ঘিয়ে-হলুদ রঙের ফুল ফোটে। রূপসি কন্যার হাতের ছড়ানো আঙুলের মতো দীঘল আর মোলায়েম - পাঁচ পাপড়ির ফুল।

মুচকুন্দর পাশেই অতিদীন একটা ফুলের গাছ। দুয়োরাণীর দশা তার। নাম ধরেও কেউ ডাকে না। রোগাটে ডালগুলোর গাঁটে-গাঁটে ফুটে-ওঠা নীল-বেগুনি ফুল লজ্জাবতীর পাতার ঘোমটার আড়ালে নীলকান্তমণি হয়ে জ্বল-জ্বল করে।

(পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

।। মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব ।।

বিজয় ঘোষাল কি স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না প্রসঙ্গে ?

আপনার পত্রিকায় ১৯/৯/১২ প্রকাশিত "বিজয় ঘোষাল কি স্বধীনতা সংগ্রামী ছিলেন না ?" শীর্ষক বিজয় নিয়ে পত্রলেখকের এত উতরোল হওয়ার কারণ দেখিনা। আমার বই-এর মলাটে নেতাজীর একটা পুরনো গ্রুপফটো পুনর্মুদ্রিত হয়েছে মাত্র। ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যে ছবির ডানদিকটা খানিকটা কাটা পড়ে গেছে। সেকালের বাণীকণ্ঠের ১৯৯৭ সালের ৩১ জানুয়ারি সংখ্যায়, ২০০৬ সালে প্রকাশিত পুলকেন্দু সিংহের "মুর্শিদাবাদে সুভাষচন্দ্র" গ্রন্থের "একটা ছবির বৃত্তান্ত" প্রবন্ধে, কলকাতা থেকে ২০০৮ সালে প্রকাশিত একখানা সংকলন-পুস্তক "বাণীকণ্ঠের লোটা / সহজিয়ার কম্বল"-এর ২১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "জঙ্গিপুরে নেতাজী"-র সচিত্র পরিচিতিতে এবং সর্বোপরি আপনার পত্রিকার ২/৫/১২ সংখ্যায় "দুটো ছবি" শিরোনামে প্রকাশিত এক পত্রে ঐ গ্রুপফটো বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। এই সব নথিপত্র উল্লিখিত 'তথ্যসবুদ আইনজীবী মুক্তা ঘোষাল আনীত যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করি'।

আশিস রায়
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

নেশা

রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নেশা - imbariation ; intoxication শব্দটির সাথে এই পৃথিবী আধুনিক সভ্যতার বহু আগে থেকেই জারিত। আদিম যুগেই এর সূচনা। পরে বৈদিক যুগে সোমরসের পর্ব পার হয়ে আফিম, চরস, মদ, তামাক এর নেশাকে পেছনের সারিতে ফেলে এখন প্রথম স্থানের দিকে ড্রাগের অন্তর্ভুক্তি। ড্রাগ এমনিতে জীবনদায়ী ঔষুধের আর এক নাম। কালচক্রে ড্রাগ মারক দ্রব্যের আর এক নাম। বর্তমানে গোটা পৃথিবীর আর এক সমস্যা মাদক দ্রব্য আসক্তি। মাদকাসক্ত মানুষের আস্থা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া সম্মোহিত কীটপতঙ্গের মতোই। আর ভারত উন্নতশীল দেশ হয়েও অন্যান্য অতি উন্নত দেশদের মতোই অগ্রণী।

ইতিহাস বলছে, প্রাচীন বিশ্বের রেশম পথ বা Silk route এর মতো একালের এই মাদক পথ বা Drug route এর অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ভারত। দীর্ঘ দুই শতক পরাধীনতার পর ভারত যখন নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, শুরু করেছে উন্নত দেশ হিসেবে নিজের নাম নথিভুক্ত করাতে, তখনই হয়েছে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত, পরিকল্পিত ভাবেই সাম্রাজ্যবাদী কামান থেকে বর্ষেছে – প্যাক কোকেন, হাসিস্, মারিজুয়ানা, ম্যানড্রেক্স, স্মাক, এল.এস.ডি, হেরোইন বা ব্রাউন সুগারের জীবনান্তক বিষের গোলা। এই সমস্ত ড্রাগগুলিকে একত্রে বলে 'নারকোটিক ড্রাগ'। হেরোইন আফিম থেকে উৎপন্ন কড়া ধাতের নেশা। এছাড়া আছে – জনপ্রিয় গাঁজা। এই ভিন্ন ভিন্ন ড্রাগের ব্যবহারিক পদ্ধতিও ভিন্ন এবং অদ্ভুত গোছের। ইনহেল্ বা নাকে শোঁকার পদ্ধতি, ধূমপান পদ্ধতি, পানীয়ের ন্যায় সেবন পদ্ধতি, স্কিন পিপিং বা ইনজেকসন এর মতো চামড়ার নীচে প্রবেশের পদ্ধতি বা মেন লাইনিং অর্থাৎ সরাসরি রক্ত প্রবাহে মিশ্রকরণের পদ্ধতি।

খোঁজ খবর নেওয়া বা চোখকান খোলা রাখলেই বোঝা যায়, আন্তর্জাতিক ড্রাগ চক্র – হেরোইন গাঁজা পাচারকারীদের একটা আশ্রয়স্থল মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বিহার সংলগ্ন বীরভূম। ঘটনাচক্রে মুর্শিদাবাদ ড্রাগ পাচারের মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান। লালগোলা, ভগবানগোলা, সম্মতিনগর, চাঁদনীচক হাট, অরঙ্গাবাদ, ধুলিয়ান, নলহাটী, মুরারই, কালিয়াচক, মানিক্চক – জালিকাচক্র শুরু ও শেষ খোঁজা সাধারণের কম্ম নয়। অদ্ভূতভাবে ড্রাগচক্রের গতিপথকে জাল নোট চক্র সমানভাবে সম্পৃক্ত করে চলেছে।

মুর্শিদাবাদের বুকে এই চক্রের অনিবার্য যোগাযোগ রয়েছে। কাঁচা পয়সার সঙ্গে নেশার সম্পর্ক আন্তরিক। একটু লক্ষ্য করলে এবং খোঁজ করলে দেখা যাবে - এপার ওপার (চলবে)

(নেশা.....২য় পাতার পর)

দুপারেই কয়েক বছর থেকে নেশার প্রাবল্য বেড়েছে। নাঃ মুর্শিদাবাদ বিড়ির আঁতুরঘর তাই বিড়ি বা গাঁজা এবং মদ ছেড়েই দিলাম। মদ (দেশি চুল্লু বা চোলাই কিমবা ব্রান্ডেড বিদেশী) এখন আর ধর্তব্যের মধ্যে কেউ আনে না। বিকেলে একটু মস্তি, ক্লাবের ফিস্ট, চাঁদা বা কালেকশন এর টাকা, ছোট বড় সেলিব্রেশন, পুজো-আচ্চা, ইদ-মহরম, শ্রাদ্ধ, বিয়ে, কনেযাত্রী-বরযাত্রী-শ্মশানযাত্রী, ছোট বড় সমস্ত আবেগে 'ফান্ড' অনুযায়ী দেশি বিদেশী মদের আসর হয় ! অনেকের আবার ভোটের সময় মদের সঙ্গে শুভমহরৎ হয়ে থাকে ! আশ্চর্যজনকভাবে কলেজ এবং স্কুলের উঁচু ক্লাসের (!) অফ্ পিরিয়ড বিয়ারের ছিপি খোলা হচ্ছে। বিয়ার অবশ্য ততটা মদ নয়, অ্যালকোহলের মাত্রা কম তাই বিশেষ দোষেরও নয়। আর সহজলভ্যও বটে। প্রয়োজনে ক্লোল্ড ড্রিঙ্ক এর দোকানে পাওয়া যাবে। জঙ্গীপুর, রঘুনাথগঞ্জ দুই পারেই আশাতীত সমস্ত জায়গায় এর জোগান অব্যাহত। জঙ্গীপুর এর অধিকাংশ তেলেভাজার দোকান ও চায়ের স্টল। নিদেন পক্ষে ছোলা-মটর ভিজিয়ে 'চট্‌পটি' বিক্রি এবং দেদার বাংলা মাল। রঘুনাথগঞ্জে কিছু মুদিখানা / তেলেভাজার দোকান, গাড়ি সারাই এর গ্যারেজ, বাসস্ট্যান্ড চত্বরের কিছু ওষুধের দোকান (এরা আবার বিশেষ ট্যাবলেট বিক্রির জন্য স্পেশালিষ্ট), এমনকি দুই পারে কিছু সেলুন (!)। বিকেল বেলায় দুই ঢোক্ মেরে, মাথাটা একটু ম্যাসাজ করে একটু দামী আফটার সেভ লাগিয়ে পয়সাওয়ালা প্রতিষ্ঠিত বাবার সৌখিন সন্তান এবং 150CC-র বাইক হাঁকিয়ে সোজা ঠেকে। ও: বিন্দাস!! নেশার পরিবারে নবতম সংযোজন - বেনাড্রিল ও ওই ধরনের কিছু কাফ্ সিরাপ (তথাকথিত ভাবে নিষিদ্ধ), অমৃতাঞ্জন মার্কা পেইন্‌বাম, ডেনড্রাইট বা ফেবিকলের সিন্থেটিক গাম। রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেঞ্জির রাস্তা বরাবর ডেনড্রাইট এর অল্পবিস্তর চল থাকলেও এখনও ততটা ছড়িয়ে পড়েনি। যতটা কোলকাতা / হাওড়া শহরতলিতে জনপ্রিয়। ভেবে অবাক লাগে, ১০ থেকে ১৪ বছরের কাগজ, প্লাস্টিক কুড়ানো, মুটে বওয়া কিশোরগুলো শেয়ালদা বা হাওড়া স্টেশন চত্বরে এক একটি ডেনড্রাইট প্রায় আড়াই-তিন গুণ দামে খরিদ করে এবং দিনে বার তিনেক করে নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নেয়। অন্যান্য শুকনো বা ভেজা নেশার কথা বাদই দিলাম।

ঘটনাচক্রে কয়েকদিন গুজরাটের বাদোদরায় (বরোদা) থাকার ও ঘোরাফেরা করার সুযোগ হয়েছিল। গুজরাট তামাক উৎপাদনে দেশের শীর্ষস্থানীয় অথচ Tobacco Consumption-এ বেশ পিছিয়ে। গোটা বাদোদরা চকে বাসস্ট্যান্ড ও স্টেশন চত্বরে দু'একটা স্বীকৃত দোকান ছাড়া মদের দোকান চোখে পড়েনি ; হ্যাঁ চোরাগোপ্তা বেশি দামে বিক্রির প্রচলন যে নেই তা নয়। তবে আমিষ খাবার এবং মদ দুটোরই প্রচলন বেশ কম। মূলত নিম্নবিত্ত ও মুসলিম সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা ঘেঁষা। এবং উল্লেখযোগ্যভাবে কম ট্রাফিকের সমস্যা ও অপরাধ প্রবণতা। প্রসঙ্গত Last survey অনুযায়ী বাদোদরা ভারতের সবচেয়ে 'নিরাপদ শহর' এবং দিল্লির অপরাধ প্রবণতা সবথেকে বেশি। আমাদের প্রিয় কোলকাতা অপরাধে 'চারের' মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। গত কয়েকমাসের সেন্ট্রাল ক্রাইম রিপোর্ট স্পষ্ট বলেছে অপরাধ প্রবণতা বিশেষ করে ধর্ষণ, ছোট-বড় নারী নির্যাতন, খুন, জখম, রাহাজানি, ডাকাতি এবং অপহরণের গ্রাফ পশ্চিমবঙ্গে আশঙ্কাজনকভাবে ঊর্ধ্বগামী! কোলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলীকে বিশেষ অপরাধপ্রবণ বলে চিহ্নিত করলেও অত্যুক্তি হয় না। নেশা ও অপরাধ একে অপরের মাসতুতো ভাই এটা বুঝতে কি বিশেষ বিদ্যার প্রয়োজন ? বিষমদ, ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানীতে বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করে আমরা কি প্রমাণ করতে চাইছি ? পুলিশ প্রশাসন, আবগারী দপ্তর ও মহামান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ একটু ভাববেন কি ?

(কুঠিবাড়ি.....২য় পাতার পর)

এই দুটোর পাশে তাদের আর এক সই। গাছটার রূপের দেমাক খুব। বাসন্তী লাল পাথর - বসানো নাকছাবির মতো ফুলের গয়নায় নিজেকে সাজায়। পাতার ডগায়-ডগায় সূচলো নখ। কেউ লোভে পড়ে ওর গায়ে হাত দিতে এলে ফোঁস করে ওঠে। নিজের ইজ্জত বাঁচাতে নখ বিঁধিয়ে দেয়। যেন কালনাগিনী!

ছেলেদের ইস্‌কুলের এক মাস্টারের মুচকুন্দকেই বেশি পছন্দ। মাস্টারের গায়ের মতোই তার ফুলের রং – গাওয়া ঘিয়ের রং। গাছটা মাস্টারের মতোই সোজা লম্বা। তার দুই সই ওর হাঁটুর কাছে পড়ে। মাস্টার ভালবাসে গাছটাকে। চৈত্রের ভোরে গাছের খসে-পড়া ফুল কুড়োয়। ফাল্গুনে দু'একটা শুকনো পাতা নিয়ে বাড়ি ফেরে। জ্যৈষ্ঠে ঝড় ওঠার আগেই গাছটার কাছে চলে আসে ঝড়ে ওর নাচন দেখবে বলে।

মাস্টারের বয়স কতই বা তখন ! পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। অথচ পোশাক-আসাকে ছিরি নেই। মাথায় তেল পড়েনা। চিরুনি ঠেকে না। গায়ে খড়ি পড়ে। সকালে গঙ্গার ঘাটে বসে সারা অঙ্গে পলিমাটি মাখে। কত সব স্তোত্র আওড়ায়। কখনো কুঠিবাড়ির পিছনে একটা গোরস্থানে যায়। নীলকর সাহেবদের কেউ মরলে ওখানে গোর দেওয়া হত। সেখানে

খোকার ইচ্ছে

শীলভদ্র সান্যাল

দেখ্ চেয়ে মা তারায় ভরা ওই আকাশের তল
ওই যে দূরে লালচে তারা, ওই নাকি মঙ্গল !
সেদিন ক্লাসে ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন স্যার
'তারা' তো নয়, 'গ্রহ' সেটা, আলো নেই কো তার।
রাতের বেলা তবু লাগে এমন যে, জ্বলজ্বলে
জানতে পেলাম, সেটা নাকি সূর্য - আছে - ব'লে !
রাত্রি হ'লে সুয্যি - মামা ঘুমের দেশে যায়,
কেমন ক'রে সে তবে মা তাঁর - আলোটা পায় ?
জানিস মাগো ! শিখে এলেম আরও কত কথা
মঙ্গলে মা, আছে - নাকি মরা নদীর সোঁতা !
তাই সেখানে গেছে রকেট নতুন প্রাণের খোঁজে
এর জন্যে লেগেছে মা জ্বালানি কত যে !
ইচ্ছে করে, আমি যদি হতেম ভোরের পাখি
দু'চোখ জোড়া ঘুমের মাঝে তোমায় দিয়ে ফাঁকি
দূর আকাশে পথটি চিনে কেমন যেতেম উড়ে
ওই মঙ্গল কাকু আমার থাকুন যতই দূরে –
এই পৃথিবীর চেনা মাটির প্রাণের খবর নিয়ে
কতটা পথ পেরিয়ে সেথা রেখে আসতাম গিয়ে
একটি দুব্বা ঘাসের ডগায় একটি শিশির - কণা !
সেই তো আমার চুপ - কথাটার লক্ষ মাণিক - সোনা।
ফিরলে ঘরে বলতে তুমি, 'খোকা, ছিলি কোথা ?'
আমি বলতেম, 'দেখে এলেম মরা - নদীর সোঁতা।'

প্রকৃতি-প্রেমী উপন্যাস

হরিলাল দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মেধাবী ছাত্রজীবন। ১৯০৮ সনে বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন মায়ের রূপোর গোট বন্ধক দিয়ে ভর্তির টাকা জোগার করে। পরে সারা ছাত্রজীবন জলপানি পেয়ে পড়াশোনা চালান। এ ভাবেই মাতৃমর্যাদা রক্ষা করেন। প্রথম বিভাগে পাশ করে রিপন কলেজে ভর্তি হন ১৯১৪-তে। ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ পাশ করেন ১৯১৮-তে।

'আরণ্যক' উপন্যাস থেকে নেয়া প্রথমাংশের উদ্ধৃতিগুলো। সেখানে দেখা যাচ্ছে সত্যচরণের জবানিতে কঠোর বাস্তবের উন্মোচন আর বিভূতিভূষণের ছন্দিত অন্তরদ্বন্দ্ব। রক্ষা করা যায় না যুগল প্রসাদের স্বপ্ন শ্রীভূমি নৈমিত্তিক প্রয়োজনে। প্রকৃতি-প্রেমী উপন্যাসিকের বিষন্ন বেদনা জন্ম-মহল নিধনের কারণে। বিভূতিভূষণের জন্ম মামার বাড়িতে মুরাতিপুর গ্রামে, ১৮৯৪, ১২ই সেপ্টেম্বর, বাংলা তারিখ ২৮শে ভাদ্র ১৩০১ সন।

অস্থিরভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাস খোঁজে। বাড়িতে বসে সেই আমলের কত কথা লিখে রাখে একটা বাঁধানো খাতাতে। মলাটে লেখা– 'জীবনের ঝরাপাতা'। ছাত্ররা আড়ালে বলে– 'পাগলাটে মাস্টার'।

মাস্টার এখন খুব বুড়ো হয়ে গেছে। আগে কত হাঁটাহাঁটি করত। এখন আর পারেনা। পায়ের জোর কমেছে। চোখের নজরও কমেছে। কতকাল কেটে গেল মুচকুন্দ গাছটার কাছে যায় না। এখন শুধু বই পড়ে। পোস্টম্যান ঘনঘন পার্শেল দিয়ে যায়। মাস্টারের তর সয় না। তক্ষুনি প্যাকেট খোলে। চোখ দিয়ে বই-এর নামটা গিলে খায়। কাগজের হকার সুধীর বই দিয়ে যায়। আলমারিতে বই রাখার জায়গা নেই। এখন মেঝেতে জড়ো হয়। (চলবে)

ধুলিয়ান

.....১ম পাতার পর)

এলাকায় এই সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন। কংগ্রেস পরিচালিত এই বোর্ডের সবার ওপরে আছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তাঁর দলের জেলা সভানেত্রী মৌসুমী বেগম প্রায় এখানে আসেন পুরসভার কাজকর্ম দেখার জন্য। এখানকার দুর্নীতি সম্পর্কে কেন তিনি ওয়াকিবহাল নন? এ প্রশ্ন এলাকার মানুষের। তৃণমূল নেতা সুনীল চৌধুরী বলেন, ধুলিয়ানের পথঘাট যাই হোক চেয়ারম্যানের ঘরের চাকচিক্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে সন্দেহ নেই। এই টাকার কিছুটা পানীয় জলের ক্ষেত্রে খরচ হলে কিছু লোকের উপকার হতো। তিনি আরো বলেন, সরকার সাধারণ মানুষের উন্নয়নে টাকা দিচ্ছে, অথচ কংগ্রেসী বোর্ড এই টাকা এলাকার উন্নয়নে ব্যয় না করে পকেটে পুড়ছে। এদিকে তারা বলছে মুর্শিদাবাদে কংগ্রেস শেষ কথা বলবে। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএমের কাউন্সিলার বলেন, বর্তমান বোর্ড যেভাবে দুর্নীতি শুরু করেছে, কোন বিবেকবান কংগ্রেসী সেটা মেনে নিতে পারেননা। চাকরীর নাম করে যেভাবে প্রকাশ্যে বেকার যুবকদের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে তা অকল্পনীয়।

উমা ভারতী

.....১ম পাতার পর)

জেলে বাধা দেয়া হয়। এস.ডি.পি.ও এবং আই.সি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

ব্লক কংগ্রেসের ডেপুটেশনে অধীর চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সমসেরগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস ১০ দফা দাবী নিয়ে স্থানীয় বিডিওকে ডেপুটেশন দেয়। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তিনি বলেন, কোন্ দল ক্ষমতায় আছে তা দেখার দরকার নেই। যদি কোন অন্যায় হয় তার প্রতিবাদ হবে। কংগ্রেস দলের যদি কোন সভাপতি অন্যায় করেন তার বিরুদ্ধেও ডেপুটেশন হবে। দাবীর মধ্যে অন্যতম ছিল বাসুদেবপুরে মদের কারখানা বন্ধ করতে হবে। আশা কর্মীদের বকেয়া বেতন দিতে হবে। আই.সি.ডি.এস -এ নিয়োগ করতে হবে। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি বলেন, বর্তমানে বিডিও যেভাবে চলছেন তাতে উন্নয়নমূলক কাজ কিছু হচ্ছে না। জলের অভাবে পাট চাষীরা পাট জাগ দিতে পারছেনা। এর বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি।

সারারাত নৈশ ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মণিগ্রামে সবুজ সংঘের উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর সপ্তম নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। খেলার উদ্বোধন করেন এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক পরেশ দাস। মোট ৬৪টি দল এই খেলায় অংশ নেয়। ফাইনালে দক্ষিণপাড়া ক্লাব মির্জাপুর স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে শ্রেষ্ঠ দলের শিরোপা অর্জন করে।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

ঈদ, মহাপূজা ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬ বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০ এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP,LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০% - ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩ % মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

ফোন নং ২৬৬৫৬০

শত্রুঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)

পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে বাঙালী খাবার সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

আমিন **তরুন সরকার**

Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159

সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।

ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922

গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।